জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই 'মডেল' বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হচ্ছে ॥ একনেকে ১৪৪৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ অক্টোবর ২০১৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪৪৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত Executive Committee of the National Economic Council (একনেক) সভায় এ প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের মেয়াদকালে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বহুতল বিশিষ্ট ৪১টি সুপরিসর স্থাপনা নির্মিত হবে। এরমধ্যে রয়েছে প্রতিটিতে ১ হাজার আসন বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য ৬টি আবাসিক হল নির্মাণ, দু'টি খেলার মাঠ, ৪ হাজার শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লেকচার থিয়েটার এবং পরীক্ষার হল ভবন নির্মাণ, ৪তলা বিশিষ্ট আর্ন্তজাতিকমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ৬তলা বিশিষ্ট গ্রন্থাগার নির্মাণ, একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ, ১০তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, ১০তলা বিশিষ্ট আন্তর্জাতিকমানের গেস্ট হাউজ কাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চার হাউজ নির্মাণ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এবং পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য ১১তলা বিশিষ্ট আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ এবং ট্রান্সফরমার স্থাপন, পথচারীদের জন্য নান্দনিকতাপূর্ণ নিরাপদ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত আমুল পরিবর্তন সাধিত হবে। দৃশ্যত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হবে 'মডেল' বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম এ প্রকল্প অনুমোদন দানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষা সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে আমুল বদলে দেয়ার এ প্রকল্পের অনুমোদন পাবার লক্ষ্যে উপাচার্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখেছেন। উপাচার্যের অব্যাহত প্রচেষ্টায় এ প্রকল্পের অনুমোদন প্রাপ্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে উপাচার্য অধ্যাপক ড.ফারজানা ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারি, ছাত্রনেতা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিগণ উপাচার্যকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া উপাচার্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মো. নুরুল আলম, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. আমির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, কলা ও মানবিকী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হক, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হানিফ আলী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ হেল কাফী, প্রক্টর সিকদার মো. জুলকারনাইন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. রাশেদা আখতার, অফিসার সমিতির সভাপতি মাসুদুর রহমান, কর্মচারি সমিতির সভাপতি অমর চাঁদ মন্ডল, কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি আবদুর রহিম, ছাত্রলীগের জাবি শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান চঞ্চল, ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য তাঁর ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষ ও মানবতাবাদী মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উপাচার্য তাঁর ভাষণে নির্ধারিত সময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মেধা, মননশীলতা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস